দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG. 14.1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কড়া পুলিশ প্রহরায় চট্টগ্রাম ভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীদের হল ত্যাগ

চট্টগ্রাম অফিস ॥ গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ছাত্রলীগের বিবদমান দুইটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাতে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকাল ১০টার মধ্যে সকল হলের ছাত্র-ছাত্রীরা হল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত রাতেই হলসমূহের প্রভোষ্টগণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জানাইয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃদ্রঃ)

হল ত্যাগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দেয়। গতকাল সকালে প্রবল বর্ষণের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশনে পৌঁছাইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বাসের অপ্রতুলতায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবহন অফিসে হামলা করার চেষ্টা চালাইলে শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে নিবৃত হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশন হইতে শাটল ট্রেনে করিয়া শহরে আসে। এ সময় কড়া পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে, গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ পরবর্তী রাতের সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত যে সকল হত্যাকান্ড এবং সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার সহিত যুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে দ্রুত ও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়। সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃংখলা ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সকল ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন নাগরিকদের প্রতি সহযোগিতার অনুরোধ জানাইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার সংঘর্ষ ও গুলী বিনিময়ের সময় মারাত্মকভাবে আহত ব্যাটেলিয়ান কনষ্টেবল বশির উদ্দিনকে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী জাতীয় চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আজ শনিবার তাহার চোখ অপারেশন করা হইবে বলিয়া জানা যায়। বশির উদ্দিনের দুই চোখে স্প্লিন্টার ঢুকিয়াছে। সংঘর্ষে আহত অন্য পুলিশরা চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাতপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছে।

এদিকে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও চাকসুর এজিএস মাহবুবুর রহমান শামীম, ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোহাম্মদ সেলিম ও সদস্য সচিব সুজাউদ্দিন এক যুক্ত বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও তৎপরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হয় যে, যে ...